ভোরের কাগজ

তারিখ ... 01 JAN 2003
পৃষ্ঠা ...১২ কলাম ...

বদলি হওয়া প্রকল্প-কর্মকর্তা ঘটনা ধামাচাপা দিতে তৎপর

উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ, কুড়িগ্রামে এক প্রধান শিক্ষক গ্রেপ্তার, আরেকজন বরখাস্ত

তৈয়বুর রহমান, কুড়িগ্রাম থেকে : একটি দুর্নীতি মামলার তদন্ত করতে গিয়ে জেলার উলিপুর থানা পুলিশ কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপের সন্ধান পেয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে উলিপুর উপজেলা ফিমেল সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্টের (মাধ্যমিক নারী শিক্ষা প্রকল্প) সাবেক প্রকল্প কর্মকর্তা বর্তমানে রাজারহাট উপজেলায় কর্মরত চঞ্চল কুমার ভৌমিকের বিরুদ্ধে ২০ লাখ টাকা আত্মসাতের প্রমাণ মিলেছে। বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, অগ্রণী ব্যাংকের সুপারভাইজার ও এই কর্মকর্তা মিলে ভুয়া ছাত্রী এবং একই ছাত্রীকে একাধিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত দেখিয়ে প্রতিবেদন দাখিল করে তার বিপরীতে উল্লিখিত বিপুল অংকের টাকা আত্মসাৎ করেন।

ইতিমধ্যে এ ঘটনায় জড়িত অভিযোগে গত সোমবার একজন প্রধান শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ছাড়া আরো একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়েছে। এই আত্মসাৎ ঘটনা প্রকাশ হওয়ায় জেলা ব... ছাত্রী তালিকা ও টাকা তোলার ফাইল সরিয়ে ফেলারও চেষ্টা চলছে।

এদিকে দৈনিক করতোয়া উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের ঘটনা প্রকাশ ও এ ঘটনায় একজন শিক্ষক গ্রেপ্তার হওয়ায় উপবৃত্তিপ্রাপ্ত ১০৭টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের মাঝে গ্রেপ্তার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। উলিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, প্রতিদিনই বিভিন্ন বিদ্যালয়ে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ থানায় আসছে।

জানা গেছে, ২০০২ ও ২০০৩ অর্থবছরে ছাত্রীদের উপবৃত্তির জন্য যথাক্রমে ৬৭ লাখ এবং ৬৫ লাখ টাকা বরাদ্দ আসে। ফিমেল সেকেন্ডারি প্রজেক্টের তৎকালীন প্রকল্প কর্মকর্তা চঞ্চল কুমার ভৌমিক অধিকাংশ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে যোগসাজশ করে শত শত ভুয়া ছাত্রী ও একই বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের একাধিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত দেখিয়ে প্রায়

শেষ পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ, কুড়িগ্রামে

শেষের পাতার পর

পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে এমন প্রমাণও পেয়েছে যে, বিবাহিত রমণীদের ভুয়া ছাত্রী বানিয়ে তার নামে টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করা হয়েছে।

এ রকম এক ঘটনায় উলিপুর থানা পুলিশ ভুয়া ছাত্রীর নাম অন্তর্ভুক্ত করে উপবৃত্তি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গত সোমবার উপজেলার জুম্মাহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে জেলহাজতে পাঠানো হয়। উল্লেখ্য, উপজেলার রামধনু বৈকুণ্ঠ আশ্রম নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আজগর আলী ভুয়া ছাত্রীদের নামে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে বরখাস্ত হন। তার বিরুদ্ধে ঐ বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক উলিপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

উল্লেখ্য, উলিপুরের রামধনু বৈকুণ্ঠ আশ্রম নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম, সরকারি অর্থ আত্মসাতের এবং টিউশন ফি অগ্রণী ব্যাংক থেকে উত্তোলন করে শিক্ষকদের প্রদান না করে আত্মসাৎ করার অভিযোগ ওঠে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ঐ প্রধান শিক্ষককে স্কুল পরিচালনা কমিটি বরখাস্ত করে এবং উল্লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঐ স্কুলের সহকারী শিক্ষক গত ২০ অক্টোবর উলিপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। এই মামলা তদন্ত করতে গিয়ে উলিপুর থানা পুলিশ ফিমেল সেকেন্ডারি প্রকল্পের কর্মকর্তা চঞ্চল কুমার ভৌমিকের চাঞ্চল্যকর দুর্নীতির ঘটনা উদঘাটন করে।

এদিকে উলিপুর থানার এসআই এই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রভাত কুমার নন্দী জানান, মামলার তদন্তে প্রয়োজন এমন বেশকিছু ফাইলপত্র চেয়ে ফিমেল সেকেন্ডারি প্রকল্প অফিসে একাধিক পত্র ও মৌখিক তাগাদা দেওয়া হলেও ঐ অফিসের হেড ক্লার্ক ও হিসাবরক্ষক ফাইলগুলো সরিয়ে ফেলে। ধারণা করা হচ্ছে, এসব ফাইলে আরো বিপুল অংকের টাকার হেরফের রয়েছে।

পুলিশ সূত্র জানায়, রামধনু বৈকুণ্ঠ আশ্রম নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মিলন চন্দ্র সরকার ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক (বর্তমানে বরখাস্ত) মোঃ আজগরের বিরুদ্ধে একটি মামলা গত ২০ অক্টোবর উলিপুর থানায় দায়ের করেন। এই মামলা দায়ের করার পর সাবইন্সপেক্টর প্রভাত কুমার নন্দী তদন্ত শুরু করেন। তিনি প্রাথমিকভাবে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণাদি সংগ্রহ করতে গিয়ে কেঁচো খুঁড়তে সাপের সন্ধান পেয়ে যান। তিনি দেখতে পান, উপজেলা ফিমেল সেকেন্ডারি প্রজেক্টের (সদ্য বদলি হওয়া ও বর্তমানে রাজারহাট উপজেলায় কর্মরত) তৎকালীন প্রকল্প কর্মকর্তা চঞ্চল কুমার ভৌমিক বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সঙ্গে যোগসাজশ করে শত শত ভুয়া ছাত্রীর নাম এবং একই ছাত্রীকে একাধিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত দেখিয়ে প্রায় ২০ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেন। এ ছাড়াও বৈকুণ্ঠ আশ্রম নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আজগর আলী, অগ্রণী ব্যাংকের তৎকালীন সুপারভাইজার গোলজার হোসেন ও প্রকল্প কর্মকর্তা চঞ্চল ভৌমিকের সহায়তায় ভুয়া ছাত্রীর নামে অগ্রণী ব্যাংকের চলতি ৮৮১৬ নম্বর একাউন্ট থেকে ১২ হাজার ২০০ টাকা উত্তোলন করে সমুদয় টাকা আত্মসাৎ করেন।

পুলিশ জানায়, উপবৃত্তির টাকা জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাতের সঙ্গে একটি শক্তিশালী চক্র ফিমেল সেকেন্ডারি অফিসে গড়ে উঠেছে। এই চক্রের হোতা চঞ্চল কুমার ভৌমিকের সহায়তায় রামধনু বৈকুণ্ঠ আশ্রমের প্রধান শিক্ষক আজগর আলী রামধনু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী মোছাঃ সাথী বেগম (রোল নং-২১), পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী আলেমা বেগম (রোল নং-১৪), পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী নাসরিন বেগম (রোল নং-২২) এবং জুম্মাহাট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী মৌসুমী বেগম (রোল নং-১৭), রুমা (রোল নং-১৬), বিউটি (রোল নং-২৩), জেসমিন (রোল নং-৩২), জয়ন্তী রানী (রোল নং-৩৫), লতা (রোল নং-৭৪), সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী মনজিলা (রোল নং-৩১) ও নেবু (রোল নং-৯৫) নামের উল্লিখিত বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নাম রামধনু বৈকুণ্ঠ আশ্রম নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নামে অন্তর্ভুক্ত করে বিপুল পরিমাণ টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেন। পুলিশ জানায়, তদন্ত করতে গিয়ে প্রায় প্রতিদিনই অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ভুয়া ছাত্রী দেখিয়ে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের ঘটনা উদঘাটিত হচ্ছে। এদিকে অভিযোগ উঠেছে, একটি সরকারি মহল বিশেষ তদন্তকারী কর্মকর্তাকে নানাভাবে চাপ দিয়ে মামলাটি বন্ধ করে দেওয়ার পাঁয়তারা চালাচ্ছে।

তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযোগ করেন, তিনি লিখিত ও মৌখিকভাবে উলিপুর উপজেলা ফিমেল সেকেন্ডারি প্রকল্প অফিসের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ফাইলপত্র (তদন্তের জন্য যা প্রয়োজন) চেয়ে একাধিকবার তাগাদা দেন। কিন্তু ঐ অফিসের হেডক্লার্ক ও একাউন্ট্যান্ট ফাইলগুলো অজ্ঞাত স্থানে সরিয়ে ফেলে বিভিন্ন টালবাহানা করছেন। তার মতে এসব ফাইলে আরো জালিয়াতি ও বিপুল অংকের টাকার হেরফের রয়েছে। হয়তো এ কারণেই ফাইলগুলো থানাকে দেওয়া হচ্ছে না।

এদিকে উলিপুর থেকে সদ্য বদলি হয়ে যাওয়া এই দুর্নীতির হোতা চঞ্চল ভৌমিক বর্তমানে জেলার রাজারহাটে কর্মরত রয়েছেন। একটি সূত্র জানায়, ঢাকায় জনৈক কর্মকর্তাকে বিপুল অংকের টাকা দিয়ে 'ম্যানেজ' করে তিনি বহাল তবিয়তে সেখানে চাকরি করছেন।